সাবেক মেয়র সাঈদ খোকন ও বোনের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা

সংগৃহীত ছবি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, তার বোন শাহানা হানিফ এবং প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তা মো. রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে ৫৪ কোটি টাকার মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন।

দুদকের অভিযোগপত্রে বলা হয়, সাঈদ খোকন ও তার বোন শাহানা হানিফ যৌথভাবে 'সাঈদ খোকন প্রোপার্টিজ লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ লেনদেন করেন। তিনটি ব্যাংকের (সিটি ব্যাংক পিএলসি, এক্সিম ব্যাংক পিএলসি ও প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি) সাতটি হিসাব ব্যবহার করে তারা ৫৪ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৩০৪ টাকা স্থানান্তর করেন, যা অবৈধ অর্থ সাদা করার পরিকল্পনার অংশ বলে দুদকের তদন্তে উঠে এসেছে।

তদন্তে জানা যায়, শাহানা হানিফ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় নিজের আয়, পেশা ও পরিচয় সম্পর্কে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দেন। তার ভাই সাঈদ খোকন, যিনি সরকারি দায়িত্বে ছিলেন, ম্যানেজার রাজু আহমেদের সহায়তায় এসব অর্থ লেয়ারিং প্রক্রিয়ায় স্থানান্তর করে মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেন।

এ ছাড়া দুদক বলেছে, বনানীর সিটি ব্যাংক লেকভিউ শাখা, এক্সিম ব্যাংক এবং প্রিমিয়ার ব্যাংকের একাধিক সঞ্চয়ী, এসএনডি ও এফডিআর হিসাব থেকে বারবার অর্থ স্থানান্তর করা হয়। এসব লেনদেনের উদ্দেশ্য ছিল অর্থের উৎস আড়াল করে বৈধ হিসেবে উপস্থাপন করা।

তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা, এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে।

দুদক কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এই অর্থের কোনো বৈধ উৎস ছিল না এবং লেনদেনগুলো পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই সাঈদ খোকন পলাতক রয়েছেন, আর দুদকের মামলাটি এখন বিশেষ আদালতে বিচারাধীন প্রক্রিয়ায় যাবে বলে জানা গেছে।